বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ (স্থাপন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৩ (খসড়া)

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২২ (২০২২ সালের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৯ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:** এই বিধিমালা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ (স্থাপন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:

(i) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(ক) 'আইন' অর্থ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২২ (২০২২ সালের ১৬ নং আইন)

(খ) 'সরকার' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(গ) 'অধিদপ্তর' অর্থ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

(ঘ) 'কাউন্সিল' অর্থ আইনের ধারা ২(ক) তে সংজ্ঞায়িত কাউন্সিল

(ঙ) 'পরিদর্শন কমিটি' অর্থ আইনের ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত পরিদর্শন কমিটি

(চ) 'পরিচালনা পর্ষদ' অর্থ আইনের ধারা ২(গ) তে সংজ্ঞায়িত পরিচালনা পর্ষদ

(ছ) 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ আইনের ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

(জ) 'বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি)' অর্থ আইনের ধারা ২(ঙ) তে সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল

(ঝ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি

(ঞ) 'সংরক্ষিত তহবিল' অর্থ আইনের ধারা ৬ এর দফা (ঙ) এর সংজ্ঞায়িত সংরক্ষিত তহবিল

(ট) 'সাধারণ তহবিল' অর্থ আইনের ধারা এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সাধারণ তহবিল

(ঠ) 'তফসিলি ব্যাংক' অর্থ Banladesh Bank Order, 1972 (P.O.No 127 of 1972) এর Article 2(j) এ সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank

(ড) 'শিক্ষক' অর্থ সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের শিক্ষক

(ঢ) 'শিক্ষার্থী' অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধিত কোনো শিক্ষার্থী

(ণ) 'যোগ্য শিক্ষার্থী' বিএমএন্ডডিসি কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী

(ত) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে সংযোজিত কোনো ফরম

(থ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল

(দ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান

(ধ) 'উদ্যোক্তা' অর্থ ব্যক্তি বা ট্রাস্টি বোর্ড যিনি/যাঁরা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ' স্থাপনে তাঁদের অর্থ এবং/অথবা শ্রম বিনিয়োগ করেছেন।

(ন) 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ

(ii) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দের বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩. **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং স্থাপনের শর্তাবলী:**

৩.১ **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন**

আইনের ধারা ৩(২) ও ৩(৩) এ বর্ণিত বিষয়াদি ব্যতীত বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা যাইবে।

৩.২ **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের শর্তাবলী:**

৩.২.১ **মেডিকেল কলেজের নামে জমি ও মালিকানা:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনে মেট্রোপলিটন এলাকায় অন্যূন ২ (দুই) একর এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে অন্যূন ৪ (চার) একর জমি থাকিতে হইবে। মালিকানা নিরঙ্কুশ, নিষ্কণ্টক, অখণ্ড ও দায়মুক্ত হইতে হইবে।

৩.২.২ **ডেন্টাল কলেজের নামে জমি ও মালিকানা:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপনে মেট্রোপলিটন এলাকায় অন্যূন ১ একর এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে অন্যূন ২ একর জমি থাকিতে হইবে। মালিকানা নিরঙ্কুশ, নিষ্কণ্টক, অখণ্ড ও দায়মুক্ত হইতে হইবে।

৩.২.৩ **মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ/হাসপাতাল স্থাপন:** প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ এবং উহাদের অধীন পরিচালিত হাসপাতাল কোনো ক্রমেই ইজারাকৃত বা ভাড়া বাড়ীতে স্থাপন করা যাইবে না। পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজ হইতে ন্যূনতম ৫ কিলোমিটার দূরে স্থাপন করিতে হইবে।

৩.২.৪ **মেডিকেল কলেজের জন্য সংরক্ষিত তহবিল:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নামে অন্যূন ৩ কোটি টাকা থাকিতে হইবে। ৫০ এর অধিক আসনের অতিরিক্ত প্রতি আসনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত তহবিলে জমা থাকিতে হইবে।

৩.২.৫ **ডেন্টাল কলেজের জন্য সংরক্ষিত তহবিল:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নামে অন্যূন ২ কোটি টাকা থাকিতে হইবে। অতিরিক্ত প্রতি আসনের জন্য ২ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত তহবিলে জমা থাকিতে হইবে।

৩.২.৬ **মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কাজের জন্য ফ্লোর স্পেস:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কাজের জন্য অন্যূন ১ (এক) লক্ষ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস সংবলিত সম্পূর্ণ অবকাঠামো থকিতে হইবে। ফ্লোর স্পেস এর বিস্তারিত বিভাজন **তফসিল-১** অনুসারে হইতে হইবে।

৩.২.৭ **ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক কাজের জন্য ফ্লোর স্পেস:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক কাজের জনয অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বর্গফুট ফ্লোর স্পেস সংবলিত সম্পূর্ণ অবকাঠামো থকিতে হইবে। ফ্লোর স্পেস এর বিস্তারিত বিভাজন **তফসিল-২** অনুসারে হইতে হইবে।

৩.২.৮ **মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল কাজের জন্য বা হাসপাতালের জন্য ফ্লোর স্পেস:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের জন্য অন্যূন ১ (এক) লক্ষ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস সংবলিত সম্পূর্ণ অবকাঠামো থকিতে হইবে। বিস্তারিত **তফসিল-৩** অনুসারে হইতে হইবে। আবেদন করিবার অন্যূন ২ বছর পূর্ব হইতে ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল চালু থাকিতে হইবে। বেড অকুপেন্সি হতে হবে ৭০%।

৩.২.৯ **ডেন্টাল কলেজের ক্লিনিক্যাল কাজের জন্য বা হাসপাতালের জন্য ফ্লোর স্পেস:** ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের হাসপাতালের জন্য অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বর্গফুট ফ্লোর স্পেস সংবলিত সম্পূর্ণ অবকাঠামো থকিতে হইবে। বিস্তারিত **তফসিল-৪** অনুসারে হইতে হইবে। আবেদন করিবার অন্যূন ২ বছর পূর্ব হইতে ৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল চালু থাকিতে হইবে।

৩.২.১০ **মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজ এবং হাসপাতাল ক্যাম্পাস:** প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের হাসপাতাল একই ক্যাম্পাসে থাকিতে হইবে।

৩.২.১১ **মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের পৃথক ভবন:** প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ কলেজ ও হাসপাতালে পৃথক ভবন থাকিতে হইবে। বিস্তারিত **তফসিল-৫** অনুসারে হইতে হইবে।

৩.২.১২ **মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষক:** প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন ১ জন ভধ্যক্ষ, ১ জন উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষক (লেকচারার হইতে প্রফেসর) থাকিতে হইবে। বিস্তারিত **তফসিল-৬** অনুসারে হইতে হইবে।

৩.২.১৩ **মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজে দরিদ্র জনগণের জন্য সুযোগ-সুবিধা:** প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের হাসপাতালে দরিদ্র জনগনের জন্য সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় ন্যূনতম ১০ শতাংশ শয্যা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও সম্পূর্ণ বিনামুল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৪. **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের আবেদন:**

৪.১ **আবেদনের ফরম**

৪.১.১ **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের আবেদন ফরম:** মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য আবেদনকারীকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম (**পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত ফরম-ক**) ব্যবহার করে আবেদন করিতে হইবে।

৪.১.২ **বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের আবেদন ফরম:** ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের জন্য আবেদনকারীকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম (**পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত ফরম-খ**) ব্যবহার করে আবেদন করিতে হইবে।

৪.২ **আবেদনের পদ্ধতি**

৪.২.১ **আবেদন ফরম দাখিল:** আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

৪.২.২ **আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্তি:** আবেদনপত্রের সাথে নিম্নরূপ কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ক) **ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন:** আবেদনকারী একক ব্যক্তি হইলে তাহার এবং একাধিক ব্যক্তি হইলে তাহাদের ছবিসহ জাতীয় পরিচয়পত্র ও TIN এর সত্যায়িত অনুলিপি আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(খ) **জমির মালিকানার প্রমাণক:** আবেদনপত্রে মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থানের মৌজা, খতিয়ান, দাগ নম্বর এবং জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের বা ডেন্টাল কলেজের নিজস্ব জমির মালিকানার সমর্থনে নামজারি/খতিয়ান এর কপি এবং হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ/প্রমাণক আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে; তবে সংস্থা/ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত কলেজের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের নামে স্থানান্তর করিতে হইবে।

(গ) **সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর প্রত্যয়নপত্র:** প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের নামে যে জমি থাকিবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের মালিকানা নিরঙ্কুশ, নিষ্কণ্টক, অখণ্ড ও দায়মুক্ত হইবার লক্ষ্যে জমির চৌহদ্দি, পরিমাণ, মালিকানা ও দখল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ঘ) **ব্যাংক ব্যবস্থাপকের প্রত্যয়নপত্র:** প্রস্তাবিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ (আইনের ধারা ৬ এর ঙ তে বর্ণিত) দেশের যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে জমা রাখিতে হইবে; যাহার প্রমানক হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থাপকের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ঙ) **অনুমোদিত ডিজাইন বা লে-আউট প্ল্যান এবং স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করিবার প্রত্যয়নপত্র:** শিক্ষার্থী অনুযায়ী কলেজের একাডেমিক ভবন ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোর প্রমাণক হিসেবে ভবন এর ডিজাইন অনুমোদনকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্ল্যান এবং স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করিবার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে হইবে।

(চ) **একাডেমিক ও আবাসিক ব্যবস্থার প্রমাণক:** প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন বা বিধি-বিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্তসমূহের (আইনের বিধি ৬ (ঝ) তে উল্লেখিত এবং এই বিধিমালার তফসিল-১/২ এ বর্ণিত) পূর্ণতার প্রমাণকসমূহ প্রদান করিতে হইবে।

(ছ) **সংরক্ষিত শয্যার প্রমাণক:** প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের সন্তোষজনক কার্যক্রম (বেড অকুপেন্সি রেট ন্যূনতম ৭০%) সহ হালনাগাদ লাইসেন্স থাকিতে হইবে। প্রস্তাবিত এবং ইতোমধ্যে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজের হাসপাতালে দরিদ্র জনগণের জন্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত ১০% শয্যায় রোগী ভর্তি করিবার পর অন্যান্য শয্যা বিতরণ করিতে হইবে। বর্ণিত সংরক্ষিত শয্যায় ভর্তিযোগ্য রোগীদের আলাদা রেজিস্টার থাকিবে।

(জ) **জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত দূরত্বের সনদ:** প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান ক্ষেত্রমত সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজ হইতে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) কি.মি. দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে। প্রস্তাবিত কলেজের সহিত (অন্যূন ২০ ফুট প্রশস্ত) পাকা সড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। দূরত্বের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত দূরত্বের সনদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ঝ) **পে-অর্ডার জমা দেওয়ার রশিদের অনুলিপি**: আবেদনের সহিত পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবর প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদনের জন্য পরিদর্শন ফি হিসাবে (পরিদর্শন টিমের সম্মানি ও যাতায়াত খরচ বাবদ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অফেরৎযোগ্য পে-অর্ডার জমা দেওয়ার রশিদের অনুলিপি থাকিতে হইবে।

(ঞ) আইনের ৬ (ঞ) (আ)-তে উল্লেখিত ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে আবেদনের সময় ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচিতি উল্লেখপূর্বক একটি সার-সংক্ষেপ সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ট) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যৌক্তিকতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ঠ) সরকার প্রয়োজনে আবেদনকারীর নিকট অতিরিক্ত তথ্য/দলিলাদি সংযুক্ত করিতে পারিবে।

৫. **প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শন:**

৫.১ **পরিদর্শন কমিটি:** সরকার আইনের ৭(১) অনুসারে কমিটি গঠন এবং ৭(২) অনুসারে পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

৫.২ **পরিদর্শন ছক**

৫.২.১ **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের ছক:** আবেদন প্রাপ্তির পর মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন কমিটিকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শন ছক (**পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত ফরম**-গ) ব্যবহার করে পরিদর্শন করিতে হইবে।

৫.২.২ **বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ কলেজ পরিদর্শনে ছক:** আবেদন প্রাপ্তির পর ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন কমিটিকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শন ছক (**পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণিত ফরম**-ঘ) ব্যবহার করে পরিদর্শন করিতে হইবে।

৫.৩ **পরিদর্শন পদ্ধতি**: পরিদর্শনে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে

৫.৩.১ **প্রাপ্ত আবেদন পরিদর্শন কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ:** মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা আধিদপ্তর পরিদর্শন কমিটির সভাপতি বিধায় আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন ফরম এর কপিসহ প্রস্তাবনাটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এ প্রেরণ করিতে হইবে।

৫.৩.২ **পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন:** পরিদর্শন কমিটি আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ১ মাসের মধ্যে নির্ধারিত ছক ব্যবহার করে পরিদর্শন করিবে।

৫.৩.৩ **পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল:** পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন এর তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে দাখিল করিতে হইবে।

৬. **প্রস্তাবিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনে প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন:**

৬.১ **অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ:** স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর হইতে যতশীঘ্র সম্ভব কার্যপত্র প্রণয়ন করিবে এবং মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সভার তারিখ ও সময় নিশ্চিত করিবে।

৬.২ **অনুমোদনের নিমিত্ত সভা আয়োজন:**

৬.২.১ **সভার নোটিশ জারী:** কার্যপত্রসহ সভার নোটিশ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৬.২.২ **সভায় উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ অনুমোদন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় প্রস্তাবনার বিস্তারিত উপস্থাপন ও আলোচনা করিতে হইবে। আলোচনার আলোকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবে প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করিবে বা প্রস্তাবটি নাকচ করিবে।

৬.২.৩ **কার্যবিবরণী জারী:** যতশীঘ্র সম্ভব সভার কার্যবিবরণী জারী করিতে হইবে।

৬.২.৪ **অনুমোদনপত্র জারী:** কার্যবিবরণী প্রেরণের পর অনুমোদনপত্র (পরিশিষ্ট-৫ এ বর্ণিত ফরমে) জারী করিতে হইবে।

৭. **প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্ত কলেজের একাডেমিক অনুমোদন:**

৭.১ **একাডেমিক অনুমোদনের জন্য আবেদন:** প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন এর সময় উক্তরূপ অনুমোদনের শর্তাদি যদি থাকে প্রতিপালন সাপেক্ষে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে **(পরিশিষ্ট-৬ এ বর্ণিত ফরম)** এ আবেদন করিতে হইবে।

৭.২ **আবেদনের পদ্ধতি**

৭.২.১ **আবেদন ফরম দাখিল:** আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

৭.২.২ **আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্তি:** আবেদনপত্রের সাথে নিম্নরূপ কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ক) **পে-অর্ডার জমা দেওয়ার রশিদের অনুলিপি:** আবেদনের সহিত পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবর একাডেমিক অনুমোদনের জন্য পরিদর্শন ফি' হিসাবে (পরিদর্শন টিমের সম্মানি ও যাতায়াত খরচ বাবদ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অফেরৎযোগ্য পে-অর্ডার জমা দেওয়ার রশিদের অনুলিপি থাকিতে হইবে।

(খ) **নীতিগত অনুমোদনে প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ:** প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদনে প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণের বিবরণসহ প্রমাণকসমূহ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৭.৩ **অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ:** স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে আইনের ৭ ধারা ও এ বিধিমালার বিধি-৫ এ বর্ণিত বিধানাবলি অনুযায়ী পরিদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন (**পরিশিষ্ট ৭ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক**) প্রাপ্তির পর হইতে যতশীঘ্র সম্ভব কার্যপত্র প্রণয়ন করিবে এবং মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সভার তারিখ ও সময় নিশ্চিত করিবে।

৭.৪ **একাডেমিক অনুমোদনপত্র জারী:** বিধি ৭.৩ এ বর্ণিত সভার কার্যবিবরণী জারীর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে একাডেমিক প্রেরণের পর প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী করিতে হইবে।

৭.৫ **একাডেমিক অনুমোদনের মেয়াদ:** একাডেমিক অনুমোদনের মেয়াদ ২ বছর হইবে।

৮. **কাউন্সিলে নিবন্ধন:**

৮.১ একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজকে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি) এর নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮.২ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সের সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুসরণ করিবে।

৯. **পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি:**

৯.১ একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে অনুমোদন প্রাপ্তির অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হইতে হইবে।

৯.২ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হালনাগাদ অধিভুক্তি না থাকিলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাইবে না।

১০. **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষা পরিচালনা ও গবেষণা ইত্যাদি:**

১০.১ **দেশী শিক্ষার্থী ভর্তি:** সরকার ও বিএমএন্ডডিসি কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু আবেদনকারী প্রার্থীদের মেধাক্রম অনুসরণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিবে।

১০.২ **বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি:** প্রত্যকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ উহার অনুমোদিত আসন সংখ্যার বিধি দ্বারা নির্ধারিত আনুপাতিক হারে ভর্তি করিতে পরিবে। কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের প্রথম বৎসরের শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এমবিবিএস বা বিডিএস ডিগ্রী প্রাপ্ত হইবার পর ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত উক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাইবে না।

১০.৩ **একাডেমিক অনুমোদন এর পূর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি:** একাডেমিক অনুমোদন এর পূর্বে শিক্ষার্থী ভতি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিলে কিংবা শিক্ষার্থী ভর্তি করিলে তাহা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই ক্ষেত্রে কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক অনুমোদন স্থগিত করা হইবে এবং কলেজের একাডেমিক নবায়ন ও আসন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো আবেদন সরকার গ্রহণ করিবে না।

১০.৪ **ভর্তিকৃত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের তালিকা:** প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজকে পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত দেশি ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের তালিকা উক্ত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হইবার সময়সীমা অতিক্রান্তের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০.৫ **বিদেশী শিক্ষার্থী হইতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ:** যথাযথ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকিং চ্যানেলে গ্রহণ করিতে হইবে।

১০.৬ **বিদেশী শিক্ষার্থী আসনে দেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা:** স্বল্পতায় তাহাদের জন্য নির্ধারিত আসনে দেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, দেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না।

১০.৭ **গবেষণার নিমিত্ত বরাদ্দ ও ব্যয়:** প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে উহার বাৎসরিক ৰাজেটের শতকরা ১৫% গবেষণার নিমিত্ত বরাদ্দ ও ব্যয় করিতে হইবে।

১০.৮ **প্রজ্ঞাপন জারি:** বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষা পরিচালনা ও গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবে।

১১. **শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা:**

১১.১ **শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিকল্পনা:** শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে উহার শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিকল্পনা অথবা শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন-প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত লাইব্রেরী স্থাপন, আসন সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকদের পদ সৃজন, শয্যা সংখ্যা অনুপাতে হাসপাতালে চিকিৎসকসহ অন্যান্য সহায়ক পদ সৃজনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১১.২ **শিক্ষকের যোগ্যতা:** বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ এর শিক্ষকের যোগ্যতা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১.৩ **শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত:** বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজে শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ হইবে সার্বক্ষণিক। কাউন্সিলের বিধি-বিধানে বর্ণিত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারিত হইবে; শিক্ষকদের বিএমএন্ডডিসির সনদ হালনাগাদ থাকিতে হইবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত প্রতি বিভাগে ১:১০ হইবে। তফসিল-৬ এ বর্ণিত প্রতি ৫০ (পঞ্চাশ) জন শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষক সংখ্যা অনুসরণ করিতে হইবে। অন্যান্য জনবল বা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ যোগ্যতা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

১১.৪ **শিক্ষক ও অন্যান্য জনবলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী:** প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রম (শিক্ষার্থী ভর্তির) আরম্ভ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের শিক্ষক ও অন্যান্য জনবলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে দাখিল করিতে হইবে। জনবলের যে কোনো পরিবর্তন অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অবহিত করিতে হইবে।

১১.৫ **গবেষণায়/যন্ত্রপাতি/রাসায়নিক দ্রব্যাদি:** কলেজের বিষয় (বিভাগ ভিত্তিক চেকলিস্ট) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণায়/যন্ত্রপাতি/রাসয়নিক দ্রব্যাদি থাকিতে হইবে। কাউন্সিলের এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সের কারিকুলাম হালনাগাদকরণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গবেষণাগার/যন্ত্রপাতি/রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদির সংখ্যা, পরিমাণ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হইবে (**তফসিল-৭ বর্ণিত**)।

১১.৬ **একাডেমিক ও আবাসিক ব্যবস্থা:** কাউন্সিলের 'Standard of Bangladesh Medical and Dental Council for Recognizing Medical Colleges' নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা আবাসিক ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের কমন রুম, শিক্ষকদের কমন রুম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অডিটরিয়াম, প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউটোরিয়াল রুম থাকিতে হইবে। মেডিকেল কলেজসমূহের মিউজিয়াম ও ল্যাবের সরঞ্জামাদি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আলাদা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকিবে। (তফসিল-৮ এ বর্ণিত)

১১.৭ **শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বয়স:** শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বয়স অধিভুক্ত সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা অনুযায়ী হইবে।

১১.৮ **খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ:**

- কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম চলমান রাখা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেশনাল পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে কোনো খন্ডকালীন শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে না।
- প্রভাষক পদে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা যাইবে না ।
- কোনো একক বিভাগে নিয়োগযোগ্য খন্ডকালীন শিক্ষকদের সংখ্যা অনুমোদিত পদের ২৫(পঁচিশ) শতাংশ এর অধিক হইবে না এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিএমএন্ডডিসি নীতিমালার ব্যতয় করা যাইবে না।
- খন্ডকালীন শিক্ষকদের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও অন্যান্য সময়ে সপ্তাহে ন্যূনতম ৩(তিন) দিন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।
- সরকারি চাকুরীরতদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে না।

১১.৯ সরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের অনুরূপ প্রতিটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজেও একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হইবে এবং সম কার্যপরিধি লইয়া কার্যকর থাকিবে।

১১.১০ কলেজের নিজস্ব একাডেমিক হাসপাতাল ব্যতীত অন্য কোনো সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার হাসপাতাল বা বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে শিক্ষার্থীদের বাস্তব (হাতে-কলমে) প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না; তবে ফরেনসিক মেডিসিন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বা সংশ্লিষ্ট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি মেডিকেল কলেজ বা সংশ্লিষ্ট জেলা হাসপাতাল ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করা যাইবে।

১১.১১ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য স্কিল ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হইবে; যাহাতে তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি বেসিক সাবজেক্টে প্রশিক্ষণের জন্য স্কেলিটন, মডেল, প্রায়গিক সফটওয়ার ইত্যাদি থাকিবে এবং ক্লিনিক্যাল স্কিল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেনিকিন (Manikin), মডেল, ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউরের জন্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থাকিবে। স্কিল ল্যাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী, আইটি ডিভাইস ও ইন্টারনেট কানেকশন থাকিতে হইবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ স্কিল ল্যাব পরিচালনার জন্য বেসিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল বিষয় ভিত্তিক অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষকদের এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যস্ত করিবে। এছাড়া, স্কিল ল্যাবে কারিগরি বিষয়ে সহায়তার জন্য ১(এক) জন প্রকৌশলী নিয়োগ করিতে হইবে।

১১.১২ নিজস্ব ভবনে কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালিত হইবে। কলেজের একাডেমিক ভবন ও হাসপাতালে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম (মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, আইএইচটি ও ম্যাটস্ ইত্যাদি) পরিচালনা করা যাইবে না। উক্তরূপ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধিমালা জারির ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থানান্তর করিতে হইবে।

১২. **একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন:**

১২.১ **নবায়নের জন্য আবেদন:** একাডেমিক অনুমোদন প্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে একাডেমিক অনুমোদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একাডেমিক অনুমোদন রবায়নের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১২.২ **পরিদর্শন কমিটির নিকট প্রেরণ:** আবেদন প্রাপ্তির পর ফরমসহ আবদেনপত্র সরকার পরিদর্শন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

১২.৩ **একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন:** পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন এবং আবদেনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকার সন্তুষ্ট হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারীর অনুকূলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন করিবে।

১৩. **আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন ও ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন:**

১৩.১ **আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন:** আইনের ১৪ (১) ও ১৪ (২) এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে। কলেজ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশসহ আবেদন করিতে হইবে।

১৩.২ **পরিদর্শন কমিটির নিকট প্রেরণ:** আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার পরিদর্শন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৩.৩ **একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন:** পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন এবং আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকার সন্তুষ্ট হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে (**পরিশিষ্ট ৮ এ বর্ণিত ফরম**) আবেদনকারীর অনুকূলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক অনুমোদন নবায়ন করিবে।

১৩.৪ **ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন:** আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ২০ আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন করিতে পারিবে।

১৪. **বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল:**

(ক) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অনুমোদিত চাকুরী বিধিমালা ও অর্গানোগ্রাম থাকিবে।

(খ) কলজে কর্তৃপক্ষ পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করিবেন।

(গ) কলেজে শিক্ষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের জন্য কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ০১ (এক) টি জাতীয় দৈনিক ও ০১ (এক)টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। ইহা ছাড়া বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট কলেজের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কাউন্সিল, সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(ঘ) কলেজের সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচনী কমিটি জনবল নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে যাহা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(ঙ) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎকর্ষতা ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক কলেজ তাহাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। তবে শিক্ষা ছুটির ময়াদ ৫(পাঁচ) বছরের অধিক হইবে না।

১৫. **পরিচালনা পর্ষদ:**

(ক) অনুমোদিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ একাডেমিক অনুমোদন বা চূড়ান্ত অনুমোদন বা আইনের ৩৭ ধারা অনুযায়ী পুনঃঅনুমোদন প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিবে।

(খ) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের উদ্যোক্তা একজন হইলে তিনি এককভাবে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হইবেন। একাধিক উদ্যোক্তা থাকিলে বা ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত হইলে উদ্যোক্তাদের মধ্য হইতে অথবা ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ হইতে একজন

চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। সংস্থা বা ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত কলেজের চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্থা বা ট্রাস্টের সুপারিশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

(গ) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

চেয়্যারম্যান

সরকারের পক্ষে'র প্রতিনিধি	**উদ্যোক্তা/ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষে'র প্রতিনিধি**
ডীন/ডীনের প্রতিনিধি	শিক্ষক প্রতিনিধি
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য -২ জন	অভিভাবক প্রতিনিধি - ২ জন
মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	পৃষ্ঠপোষক সদস্য
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	দাতা সদস্য
সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত শিক্ষানুরাগী সদস্য	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
অধ্যক্ষ, সরকারি মেডিকেল কলেজ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সংশ্লিষ্ট কলেজের হাসপাতালের পরিচালক
বিএমএন্ডডিসি'র প্রতিনিধি	সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ - সদস্য সচিব

(ঘ) পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদকাল ২ বৎসর।

(ঙ) একাধিক উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোক্তা পর পর দুইবারের অধিক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না।

(চ) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে কোনো কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে তাহার মনোনীত পরিচালনা পর্ষদের একজন অপক্ষোকৃত জোষ্ঠ্য সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব আলোচ্যসূচি নির্ধারণপূর্বক সভা আহবান করিবেন।

(ছ) কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। উপস্থিত সদস্যগণের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; তবে মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(জ) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিব সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। অনুমোদিত হইলে উপস্থিতিসহ কার্যবিবরণীর কপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, কাউন্সিল ও সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(ঝ) পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে সভা আহবান করা যাইবে।

(ঞ) পরিচালনা পর্ষদ সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ এর নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিবে, কলেজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকি করিবে। বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করিবে ও সাধারণ তহবিলের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। শিক্ষার মান নিশ্চিত করিবে, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে এবং সরকারের আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা অনুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে এবং দেশের প্রচলিত আইন কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কল্যাণকর যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ট) পরিচালনা পর্ষদ শিক্ষক, চিকিৎসকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য একটি সিলেকশন কমিটি গঠন করিবে; যাহাতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালনা পর্ষদের মনোনীত সদস্য থাকিবেন।

(ঠ) পরিচালনা পর্ষদ উহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকাররে নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(ড) পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য মাহামান্য আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইলে অথবা তাহার বিরুদ্ধে নৈতিকতা বিরোধী কোনো অপরাধ হইলে অথবা লিখিত আবেদন ব্যতীত পর পর ৩ (তিন) টি সভায় যোগাদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঢ) সুনির্দিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হইলে সরকার তদন্ত সাপেক্ষে যে কোনো সময় পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

১৬. অন্যান্য কমিটি:

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি:

(i) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান - সভাপতি
- সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ - সদস্য
- সংশ্লিষ্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ - সদস্য
- পরিচালনা পর্ষদের দাতা সদস্য - সদস্য
- মনোনীত অভিভাবক প্রতিনিধি -সদস্য
- ডীন কর্তৃক মনোনীত শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিত্ব -সদস্য
- সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ/ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক - সদস্য
- সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি - সদস্য
- অধ্যাপক পদমর্যাদার বেসিক সায়েন্সের মনোনীত নিয়মিত শিক্ষক -সদস্য সচিব।

(ii) ব্যবস্থাপনা কমিটি মাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করিবে।

(iii) ব্যবস্থাপনা কমিটি কলেজের সার্বিক বিষয়াদি তদারকি করিবে; কলেজের শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা, হোস্টেল ও ক্যান্টিনে মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করিবে। কলেজের নিরাপত্তা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(খ) অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

(i) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে অর্থ ব্যবস্থাপনা গঠিত হইবে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোনীত প্রতিনিধি - সভাপতি
- মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি - সদস্য
- পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য
- সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ/ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক - সদস্য
- সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি – সদস্য
- অধ্যাপক পদমর্যাদার বেসিক সায়েন্সের মনোনীত নিয়মিত শিক্ষক সদস্য সচিব - সদস্য সচিব।

(ii) অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি ষান্মাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করিবে।

(iii) অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিব ষান্মাসিক ভিত্তিতে খাত অনুযায়ী বাজেট, তহবিল সংগ্রহ ও তহবিল ব্যবস্থাপনার সার-সংক্ষেপ সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং কমিটির সদস্যদের সম্মতিক্রমে তাহা অনুমোদিত হইবে।

(iv) কলেজের সকল আয়-ব্যয় কলেজের নামে পৃথক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করিতে হইবে।

(v) অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(vi) বিদেশী শিক্ষার্থী হইতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকিং চ্যানেলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংগৃহিত হইবার বিষয়টি তদারকি করিবে।

(vii) প্রত্যেক অর্থ বছর শেষে পরবর্তী অর্থ বছরের প্রথম ৩(তিন) মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের আয়-ব্যয় ও অন্যান্য হিসাব বিবরণী ইনস্টিটিউট অব চার্টারড একাউন্টস অব বাংলাদেশ (ICAB) কর্তৃক নিবন্ধিত অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে।

(গ) একাডেমিক কমিটি:

(i) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ - সভাপতি
- ফেইজ ১ এর কো অর্ডিনেটর যিনি অন্যূন সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক-সদস্য।
- ফেইজ ২ এর কো অর্ডিনেটর যিনি অন্যূন সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক- সদস্য।
- ফেইজ ৩ এর কো অর্ডিনেটর যিনি অন্যূন সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক-সদস্য।
- ফেইজ ৪ এর কো অর্ডিনেটর যিনি অন্যূন সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক-সদস্য।
- সংশ্লিষ্ট কলেজের অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক-সদস্য সচিব।

(ii) একাডেমিক কমিটি প্রতিমাসে সভা আয়োজন করিবে।

(iii) পাঠ্যবই, হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশন, প্রয়োগিক বিষয়াবলী উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুমোদিত সিলেবাস ও ক্লাস রুটিন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(iv) একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করাসহ তাত্ত্বিক ব্যবহারিক ও ক্লিনিক্যাল পাঠদান নিশ্চিত করিবে ।

(v) বিসিসি কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য শিক্ষার্থীদের সহিত দলীয় বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(vi) সন্তোষজনক উপস্থিতি পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণপূর্বক কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলী বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের পশোগত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুপারিশ অধ্যক্ষ বরাবর প্রেরণ করিবে।

(vii) পরীক্ষা পরিচালনাসহ পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার সুপারিশ প্রদান করিবে।

(viii) কলেজের একাডেমিক স্বার্থে অধ্যক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্য সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঘ) শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি:

(i) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠিত হইবে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ- সভাপতি
- নিকটস্থ সরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ/মনোনীত প্রতিনিধি যিনি অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক-সদস্য।
- সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন/ভিসি মনোনীত প্রতিনিধি-সদস্য।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি- সদস্য।
- সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক- সদস্য সচিব।

(ii) শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাস পর পর সভা আয়োজন করিবে।

(iii) উল্লিখিত কমিটি Formative পরীক্ষার ফলাফল তদারকি করিবে এবং ক্লিনিক্যাল পাঠদান নিশ্চিত করিবে।

(iv) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পরীক্ষার্থীর পাশের হার বিবেচনা করিবে।

(ঙ) যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটি:

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত পরিপত্র, অফিস স্মারক, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুযায়ী উক্ত কমিটি গঠিত হইবে এবং সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

(চ) **বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি গঠন:**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং (Bulling) ও র‍্যাগিং (Ragging) এর মতো সামাজিক অপরাধসমূহ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং অবসানের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ০২/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখে প্রকাশিত 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৩' অনুসরণে কমিটি গঠন করিতে হইবে।

১৭. **সংরক্ষিত তহবিল:**

(ক) সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে আইন দ্বারা গঠিত সংরক্ষিত তহবিল-এর ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ লাভজনক সরকারি খাতে (জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রয়, এফডিআর ইত্যাদি) বিনিয়োগ করা যাইবে।

(গ) সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ কখনো উত্তোলন করা যাইবে না। সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংককে এই মর্মে নির্দেশনা থাকিবে যে সরকারের অনুমোদন ব্যতীত উল্লেখিত টাকা কখনো উত্তোলন করা যাইবে না। তবে বিনিয়োগকৃত লভ্যাংশ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কলেজের দৃশ্যমান উন্নয়নে ব্যবহার করা যাইবে।

(ঘ) কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা সরকার কর্তৃক উহার অনুমোদন বাতিল হইলে সরকার সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে বা উক্ত অর্থ হইতে কলেজের দায় পরিশোধ করিতে পারিবে।

১৮. **সাধারণ তহবিল:**

(ক) প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজের একটি সাধারণ তহবিল থাকিবে যাহাতে আইনের ধারা ২০ অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে সাধারণ তহবিল নিকটস্থ তফসিলি ব্যাংকের একাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে। কলেজের আয় ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে খাতভিত্তিক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিতে হইবে।

(গ) সাধারণ তহবিল হইতে কলেজের বাৎসরিক আবর্তক ব্যয় যথাঃ কলেজ ও হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট জনবলের বেতন ভাতা প্রদান, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল পরিশোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা সেবা, পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়, কলেজের অফিস ব্যাবস্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহ ইত্যাদি নির্বাহ করা যাইবে।

(ঘ) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ প্রতিষ্ঠানের নিজ নামে সম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ তহবিলের জমাকৃত অর্থের শতকরা ৫০(পঞ্চাশ) শতাংশ এর অধিক উত্তোলন করা যাইবে না সেইরূপক্ষেত্রে প্রয়োজনে উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ উত্তোলন কলেজের বাৎসরিক আবর্তক ব্যয় এর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিবে না।

(ঙ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ তহবিল হইতে কলেজে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পারিবে।

(চ) সাধারণ তহবিলের হিসাব বিবরণী অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ষান্মাসিক ভিত্তিতে অনুমোদনের নিমিত্ত দাখিল করিতে হইবে এবং যথা সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯. **কলেজের অনুমোদন বাতিল:**

(ক) প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির ২(দুই) বৎসরের মধ্যে কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হলে প্রাপ্ত অনুমোদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) সরকার কর্তৃক একাডেমিক অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো কলেজ আইন ও বিধিমালার শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অনুমোদন আইনের ২৪ ধারার বিধানাবলির সাপেক্ষে বাতিল হইবে।

(গ) কোনো কলেজের অনুমোদন বাতিল হইলে অথবা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের পুনর্বাসনে সংরক্ষিত তহবিল ও সাধারণ তহবিল হইতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করিবে।

(ঘ) কোনো কারণে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ পরিচালনা করা সম্ভব না হইলে সরকার অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অন্য বেসরকারী মেডিকেল কলেজে মাইগ্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় ও কলেজের অন্যান্য দায় যদি থাকে তাহা হইলে কলেজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও স্থায়ী আমানত হইতে পরিশোধের আদেশ প্রদান করিবে।

২০. **অস্পষ্টতা দূরীকরণ:**

এই বিধিমালার কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

২১. **বিধিমালার কার্যকারিতা:**

(ক) এই বিধিমালা বাংলাদেশে অবস্থিত সকল বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে।

(খ) এই বিধিমালা জারি হওয়ার পূর্বে সরকার কর্তৃক একাডেমিক অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারী মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন প্রদানের আদেশ বহাল থাকিবে।

(গ) সরকার জনস্বার্থে এ বিধিমালার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(ঘ) বিধিমালায় উল্লেখ নাই এমন বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত চাইতে পারে; তবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) এই বিধিমালা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইলে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।